হরেকৃষ্ণহরেরাম হরেকৃষ্ণহরেরাম হরেকৃষ্ণহরেরাম
হরেকৃষ্ণহরেরাম হরেকৃষ্ণহরেরাম হরেকৃষ্ণহরেরাম
হরেকৃষ্ণহরেরাম হরেকৃষ্ণহরেরাম হরেকৃষ্ণহরেরাম
হরেকৃষ্ণহরেরাম হরেকৃষ্ণহরেরাম হরেকৃষ্ণহরেরাম

ভাদু-সঙ্গীত

এ-বছরের ভাদু রইয়ের

নাম

হরে কৃষ্ণ হরে রাম।

হরেকৃষ্ণহরেরাম হরেকৃষ্ণহরেরাম হরেকৃষ্ণহরেরাম
হরেকৃষ্ণহরেরাম হরেকৃষ্ণহরেরাম হরেকৃষ্ণহরেরাম
হরেকৃষ্ণহরেরাম হরেকৃষ্ণহরেরাম হরেকৃষ্ণহরেরাম
হরেকৃষ্ণহরেরাম হরেকৃষ্ণহরেরাম হরেকৃষ্ণহরেরাম

হরেকৃষ্ণহরেরাম। হরেকৃষ্ণহরেরাম

হরেকৃষ্ণহরেরাম। হরেকৃষ্ণহরেরাম

প্রণেতা—শ্রীকালাপদ কুণ্ডু
কীর্ত্তন গায়ক—গ্রাম-শালবনী, বাঁকুড়া।

প্রকাশক—শ্রীনিমাইচন্দ্র রক্ষিত
চক্‌বাজার, বাঁকুড়া।
মূল্য :—২০ কুড়ি পয়সা।

সরস্বতী প্রেস—বাঁকুড়া।

গৌরচন্দ্র

ব্রজের বাঁকা বংশীধারী
ন্যদায় এসে হলে হে গৌর হরি ॥
অনর্পিত প্রেম বিলাতে হে, হরি হয়ে বলে চরি।
কাল অঙ্গ লুকাইয়ে, রাধা রূপ অঙ্গী কারী ॥
ত্যজে বাঁশী মোহন চূড়া হে, পীতধড়া পরিহরি।
এবে কোপিন পরি ব্রজের হরি, হলে হে দণ্ডধারী ॥
বাঁশী রবে বৃন্দাবনে হে, মজালে ব্রজপুরী।
এবার হরিবলে নৃত্য করি, মজালে নরনারী ॥
প্রেমের ডালা মাথায় লয়ে হে; জিবের দ্বারে ফিরি।
সেধে যেচে প্রেম বিলালে. আচণ্ডালে কোলে ধরি ॥
জিবে শিক্ষা দিবার লাগি হে, নিজ ধর্ম্ম আচরি।
রাধা ভাবে বিভোর হয়ে আস্বাদিতে মাধুরী ॥

ব্রজ লীলা

(ধৃষ্ট নাগরের আগমন)

চেয়ে দেখ ললিতে।
নিঠুর নাগর আসছে বলি কুঞ্জেতে ॥
নীল পাটের শাড়ি পরে গো, লোহিত পদ আগেতে।
ঐ দেখ আঁখি কচালে, ঢুলে ঢুলে, হেলিতে আর দুলিতে
বক্ষ মাঝে নখা ঘাত গো সিন্দুরের দাগ কপালেতে।
ঐ দেখ নয়ানের কাজল বলি, লেগেছে বয়ানেতে ॥
এমন আছে কোন পাষাণী গো, এই যে ব্রজের মাঝেতে
নখা ঘাতে ছিন্ন ভিন্ন কৈল যে শ্রী অঙ্গেতে ॥
যে অঙ্গে চন্দন দিতে গো, সদা ভয় হয় গো চিতে।
আবার সে অঙ্গে কঙ্কনের দাগ, দিল কোন পাষাণীতে।

—:(*):—

ধৃষ্ট নাগরের প্রতি

যা যা পালা পালা।
জ্বালার উপর দিতে এলি এ জ্বালা॥
সারা নিশি কাঁদাইয়ে হে, এলে হে সকাল বেলা।
জানা গেল, এত দিনে, তুমি হে নিঠুর কালা॥
ফুল সজ্জা করে বলি হে, আমরা যত অবলা।
ফুলের বাসর সাজাইলাম, ফুলেতেই হোল আলা॥
বেছে বেছে ফুল তুলি গো, টগর যুথি বেলা।
তোমার গলে, দিব বলে, বিনা সুতায় গাঁথলাম মালা॥
ভীষণ কানন মাঝে গো, আমরা যে কুলবালা।
তোমার আশা পথে চেয়ে চেয়ে, দারুন মদন জ্বালা॥
এখানে দাঁড়িয়ে কেন হে, বলি হে লম্পট কালা।
সেইখানেতে, যাও হে ফিরে, যেখানে নিশি বঞ্চিলা।

রাধার চরণে পতিত

রাধে পায়ে ধরি।
এই অপরাধ ক্ষমা কর, আমারি
আমি রাধার কেনা বলে গো, কেনা জানে কিশোরী
আমার রাই পদে বিকাল মাথা, জানে সব জগ ভরি
রাই রাখ রাই রাখ আমায় গো, বৃষ ভানু কুমারী
নইলে কার কাছে দাঁড়াব আমি, আমায় কেও নিবেনা কিশোরী
এই যে তোমার পায়ে পড়ি গো, যা ইচ্ছা হয় তোমারি
তোমার দয়া না হইলে, প্রাণে বাঁচব না প্রাণেশ্বরী
দ্বীজে চণ্ডীদাসে বলে গো, রাধে গো বিনয় করি
তোমার চরণ ধরে নাগর কাঁদে মান কর পরি হরি।

রাধা কৃষ্ণ প্রত্যুত্তর

চন্দ্রাবলীর সনে।
সেথায় করলে নিশি যাপনে ॥

রাধা উক্তি— তোমার মুখ খানি শুকায়ে গেছে হে, বল কিসের কারণে।
এমন নীল নলিন মুখ পদ্ম, হয়ছে কেন মলিনে ॥

কৃষ্ণ উক্তি- ভীষণ মদন জ্বরে গো, সোয়াস্থ নাই জীবনে।
আমার তাইতে বদন শুষ্ক হল, সারানিশি জাগরণে ॥

রাধা উক্ত—এত যদি সত্যবাদী হে, তবে বুকের মাঝে দাগ কেনে।
তোমার কোমলাঙ্গে রতি চিহ্ন, ঐ যে নখ কঙ্কনে ॥

কৃষ্ণ উক্তি—সারা বনে ঘুরি ঘুরি গো, পড়লাম গো কাঁটা বনে।
কাঁটায় অঙ্গ, ছিন্ন ভিন্ন, হয়ে গেল সেই বনে।

রাধা উক্তি—এমন কভু সত্যবাদী হে, দেখি নাই ত্রিভূবনে।
চন্দ্রাবলীর কপালের সিন্দুর, তোমার কপালে লেগে কেনে!

কৃষ্ণ উক্তি—মায়ের সঙ্গে গিয়েছিলাম গো, সেই গিরি গোবর্দ্ধনে।
গৌরি পূজার ফাগ লেগেছে, সিন্দুর হবে কেনে ॥

রাধা উক্তি—এবারে পড়েছ ধরা হে, এত অসামাল কেনে।
ঐ যে চন্দ্রাবলীর কাপড় পরি এসেছ হে এখানে ॥

কৃষ্ণ উক্তি—বলাই দাদার সঙ্গে কালি গো, করে ছিলাম শয়নে।
তাই পালটে গেছে দাদার কাপড় কিছু চিন্তা নাই মনে ॥

পদ কর্ত্তা—ভেবে চণ্ডীদাসে বলে গো, তবে এত বড় পাড় কেনে!
এবারে উচিৎ মত শাস্তি পাবে, চোরা ভাব হে মনে মনে ॥

—:(*):—

রাধাকৃষ্ণের মিলন।

চেয়ে দেখরে নয়ন

রাধাকৃষ্ণের অপরূপ মধুরকমিলন।

মধুর মধুর রাধা কৃষ্ণ গো, মধুর মধুর কুঞ্জবন
মধুর কুঞ্জের, মধুর মিলন, মধুর মধুর বৃন্দাবন।।
মধুর রাধা কৃষ্ণ প্রেমে গো, মধুর মধুর সখিগণ
মধুর কোকিল মধুর ময়ুরি, মধুর মধুর ভ্রমরগণ।।
মধুর শুক মধুর সারিগো মধুর মধুর করে গান
মধুর ভাবের ভাবুক বিনে, অন্যের নাহি হয় শ্রবণ।।
কালীদাসের মনো আশারে কবে মধুর ভাব করব ধারন।
সখি অনুগত হয়ে, দেখবরে মধুর মিলন।।

ফুল তুলিবার আদেশ

ভাদু পুজার দিনে।

।। শিরানী তুই এই কথা রাখিস মনে।।

বাসর সাজাইতে হবে লো, যারি পুষ্প চয়নে
যুই মালতী, টগর যুথী, করবিলো আহরনে।।
ফুল সজ্জা করিতে হবেলো, করি অতি যতনে,
ইন্দ্রভুবন হয়েছে যেমন বলেলো জনে জনে।।
সকল অঙ্গ সাজাইব লো, দিয়ে ফুলের ভূষণে।
।। আবার ভাদু ধনে বসাইব — ফুলের সিংহাসনে।।
কুঙ্কুম কস্তুরী দিয়ে লো, অগুরু চন্দনে।
।। সুবাসিত, গন্ধে যেমন, ভুলেলো ত্রিভুবনে।।
জ্বালিয়ে কর্পূর বাতিলো নানা উপাচার সনে।
ভক্তিভাবে করব পূজা সবাই লো নিষ্ঠা মনে।।

চাঁদার বেলা লবডঙ্কা

মঞ্জু তোরে বলি ।

। এমনীকরে করিস নাগো কেষ্টালী

কাজের বেলা খুব দেখালী লো, মাতব্বরী, সাজিলী ।
চাঁদার বেলা লবডঙ্কা বুড়া আঙ্গুল দেখালী ।
মাতব্বরী সেজে তুই যে লো, আড়ম্বরী দেখালী ।
পরের শাকে ফাল সাজিয়ে, নিজের নামটা বাজালী ।
তোর কাণ্ডটা দেখলাম বলিগো করলী যত ফিচকালী ।
সমুদ্রের চরে, ঘুরে ঘুরে মাথা নাহি ভিজালী ।
পরের চালে পাকতি করেলো, করে বেড়াস দালালী ।
লোক দেখায়ে, খাস লো ও তুই পান্তা ভাতে ঘি ঢালী ।।

ভাদুর নিন্দা

ছিছি ফগলা দাঁতে ।

তোদের ভাদু পারে কি পান চিবাতে ।।

ফগলা ভাদু এনে তোদের লো, পা পড়েনা ভুমেতে ।
তোদের কাণ্ড দেখে লাজে মরি বাক সরেনা মুখেতে ।।
কাঠ কুড়াতে গিয়ে তরা লো, কুড়িয়ে পেলি রাস্তাতে ।
মাথার চুল উঠে গেছে ঘিরেছে টাক পোকাতে ।
চেমটা খেসে ভর্ত্তি বলিগো, তোদের ভাদুর গায়েতে ।
আবার গল গল করে পড়ছে পুঁজ তোদের ভাদুর কানেতে ।।
কাছে বসে যায়না থাকাগো, বটকা বটকা গন্ধেতে ।
আবার বন বন করে উড়ছে মাছি, ভর্ত্তি নাকে পেচাড়িতে ।।
তবলা গালে পানের খিলী লো, লাল পড়ে যে শালকীতে ।
আবার হাতে পায়ে নাইখ আঙ্গুল ছিল কুষ্ঠা ঘামাতে ।।

মানুষের মাথাবদল

যুগান্তর ১০।৭।৭২

চলছে গবেষণাগারে

মানুষের মাথা বদল এইবারে।

মরা দেহের চক্ষু বলিগো। করে অস্ত্রপচারে

অন্য দেহে বসাইয়ে ফিরে পাচ্ছে দৃষ্টি শক্তিরে ।।

মরা দেহের হৃদ পিণ্ডগো, উপাড়িয়া একবারে

অপর দেহে বসাইয়া, বাঁচছে মানুষেরে।

বাঁদরের ফুস ফুস বলিগো, নিচ্ছে অপারেসন করে

প্রাণটা হইয়া দিচ্ছে বলি, মানুষের ভিতরে।।

শুনছি বাঁদরের গলা কেটে গো, লাগাল অন্য বাঁদরে

তাই মানুষের মাথা কেটে, বদলাইবে এইবারে ।।

মানকানালীতে দশমুণ্ড কালী

যারে ভক্তি মনে।

কালীরূপ দেখবী যদি নয়নে।।

মানকানালী নদীর ঘাটেরে উঠি বিবিলি যখনে

দশমুণ্ড কালী মাতা করবিরে দরশনে।।

দশটী হাত দশটী মুণ্ডরে. বিংশতি লোচনে।

দশ মুণ্ডের মালা গোলে, দুলছেরে ঘনে ঘনে।।

মায়ের লোল রসনা বিকট দশনারে, সেই অসুর দলনে।

জিহ্বা লক, লক করছে মায়ের, দেখবী দশটি বদনে।।

মা যে করে লয়ে অসি এলোকেশী গো সেই অসুর নিধনে

হয়ে বিবসিনী, মাতঙ্গিনী, সেই করাল বদনে ।।

সবকালিই যে শিবের বুকে গো, দিয়ে থাকে চরণে।

কিন্তু এ কালীর চরণ তলে শিব ঠাকুর যে নাই কেনে।।

দিগদিগান্তরের লোক গো আসছে যে দরশনে।

পূজা দিয়ে যাচ্ছে মায়ের বাঞ্ছা হচ্ছে পূরণে।।

— : ( ) : —

জলের লাগি দেশে হাহাকার

আষাঢ় শ্রাবণেতে।
অনাবৃষ্টি হয়ে গেল দেশেতে॥
দেখি নাই চক্ষে বলি গো শুনি নাই যে কানেতে।
ভাগ্য দোষে সব দেখিতে হলো যে কালেতে॥
চাষাতে চাষ করবে কিসে গো, বেল ভাঙ্গা যায় মাঠেতে॥
তারা শুষ্ক মাঠে ঘুরে ফিরে, ঘা মারে কপালেতে॥
গরীব দুখীর কত কষ্ট গো, হবে গো এই বাংলাতে।
যাদের চাষের উপর নির্ভর কেবল তাদের দফারফাতে॥
হাহাকার উঠবে দেশে গো, বিরাশি এ বছরেতে।
না খেতে পেয়ে কত লোক কত কষ্ট পাবে অনাহারেতে॥

ভীষণ ভয়াবহ বন্যা

মাথাভাঙ্গা শহরে।
প্রবল বন্যা এসে ঢুকল গো কলকল করে॥
মেখলীগঞ্জ জলপাইগুড়ি গো আর যে কোচবিহারে।
বন্যার জল এসে বলি ডুবিয়ে দিল একবারে॥
ধন সম্পত্তি ছেড়ে দিয়ে গো, সবাই ছুটে ঊর্দ্ধশ্বাসেরে।
কেহ বড় বড় দালানেতে, কেহ ঠাঁই নিল স্কুল ঘরে॥
কেহ বড় বড় গাছে উঠি গো, চেয়ে চেয়ে দেখেরে।
দেখে গরু-কাঁড়া, মানুষ-ভেড়া ভেসে যাচ্ছে, কত রে।
লক্ষ লক্ষ নর-নারী গো, ছেলে মেয়ে আদি করে।
বন্যার কবলেতে, পড়ে বলি, আশ্রয় নিল শিবিরে॥
সেনা-বাহিনী সব আনছে তুলে গো, বন্যার কবল হতে উদ্ধার করে।
শিবিরেতে, আশ্রয় দিয়ে, খেতে দিচ্ছে মুড়ি চিড়ারে॥

—:(*):—

একটি কন্যার দুটি বর

গোরক্ষ পুরে
একটী কন্যার দুটী বর এল ঘরে।
দুটী ভায়ের একটী ভগ্নি রে, থাকতরে তাদের ঘরে
দু'ভাই মিলী প্রতিপালন, করত রে যতন করে।
দুটী ভাইয়ের দুটী পাত্র রে করল মতা মতরে।
দুই ভাইতে একদিনেতে বিবাহের লগ্ন ধরে
সেজেগুজে এল বলিরে, এক ঘরেতে দুই বরে।
তখন দুই ভাইতে দুই বরেতে কতনা আদর করে
বড় ভাই বলে বিভারে দিবরে আমার বরে।
মাল কোছা মারিয়ে তখন ছোট ভাই লাঠি ধরে
ধরে রবে কিলা কিলিরে, টালাটালী তার পরে
তখন পুলিস এসে দুই বরেতে দিল গেরেপ্তার করে।

সিমলা চুক্তি

ভুট্যো অতি শুদ্ধ মনে
সিমলা চুক্তি করল অনুমোদনে
এই উপ-মহাদেশে বলিগো, যাথে হয় গো শান্তি স্থাপনে
দুই দেশেতে বাদ বিসম্বাদ, হয়না যেমন কখনে
পরস্পর দুই দেশেতে গো, করবে না আক্রমণে
দুই দেশেতে এক ইঞ্চি ভূমি, কারো করবে না কেও গ্রহণে
এই চুক্তি মেনে বলি গো, ভারত আর পাকিস্তানে
যুদ্ধ সীমা রেখা হতে বলি, করবে সৈন্য অপসারণে।

শালবনীতে ভারতমাতার আগমন

ছুটে চল গো মাসী।
শালবনীতে ভারত মাতাকে দেখে আসি ॥
শালবনীর লোক কিবা পুণ্য গো, করল গো রাশি রাশি।
সেই পুণ্য তরে হেলিকপটারে ভারত মাতা নামল আসি ॥
ছেলা বুড়া আদি করে গো, ছুটল যত গ্রামবাসী।
মেয়েরা সব ছেলে কোলে ছুটছে গো হাসি হাসি ॥
যার আজ্ঞাতে চলছে বলি গো যত সব ভারতবাসী।
তার দেখা যে পেল বলি, সেত ভাগ্যবান মাসী ॥

মানুষের মাংস মানুষে খায়

যুগান্তর ২৮ । ৫ । ৭২

উড়িষ্যাতে।
মানুষের মাংস খেয়েছে মানুষেতে ॥
দুর্ভিক্ষ পিড়িত অঞ্চল গো, চাঁদবালি এলাকাতে।
রাজেশ্বর রাও, দেখেছে গো, কমিউনিষ্টের নেতাতে ॥
স্বামী পরিত্যক্তা হয়ে গো, একটী গ্রাম্য নারীতে।
মানুষের মাংস খাচ্ছে বলি, সে যে ক্ষিদের জ্বালাতে ॥
স্বামী হারা হয়ে নারী গো, মস্তিষ্ক তার বিকৃতে।
তাই খাদ্য খাদ্যের অভাবেতে, নাই কোন বিচারেতে ॥
পাগল হলেও এমন কাণ্ড গো, শুনি নাই যে কানেতে।
তদন্ত করে, বেরিয়েছে, মেয়েটার কাপড়ের পুটলিতে ॥

ওরিয়েণ্টাল সার্কাস

মাসী সার্কাসেতে।
তোদের জামাই নিয়েগেছল খেলা দেখাতে॥
ম্রেটারাশি শাড়ী পরলাম গো, কুচ দিয়ে ফেরি তাথে।
হিমানী পাউডার মেখে, সাণ্ডেল দুটি পায়েতে॥
টিকিট করে ঢুকলাম মাসী গো, বসলাম গো, চেয়ারেতে।
অফিসারদের গিন্নীগুলা চেয়ে চেয়ে লাগিল আমায় দেখিতে॥
তোদের জামাই সিকরেট ধরাইয়ে গো, লাগল ধূম্রা উড়াতে।
আবার ইংরাজীতে কথা বলে, আমি হুঁ দিয়ে হাসি তাথে॥
কিবা খেলা দেখাচ্ছে মাসী গো, ধাংড়া ধাংড়া বিটী ছেলাতে।
সাইকেল চেপে খেলা দেখায় কত রকম কায়দাতে॥
একটী মেয়ে দেখলাম মাসী গো, তারে উঠে একটা পায়েতে।
একটী পায়ে ডিস কাপগুলো টপ টপ্পা তুলে মাথাতে॥
বাঘের খেলা বলি মাসী গো, এমন দেখি নাই কোন সার্কাসেতে।
ষোলটা বাঘ চারি ধারে, রিং মাষ্টার তার মাঝেতে॥
একটা মানুষ হাতটা নিয়ে গো, পুরে দিল বাঘের মুখেতে।
আবার একটী মেয়ে দেখলাম মাসী চাপল বাঘের পিঠেতে॥
হাতী মেরে সাথী দেখলাম গো পরপর চারটা হাতীতে।
গণেশের মাথায় জল ঢালে, শুড়ে করে একটি হাতীতে॥
একটি হাতী ফুলের মালা গো, পরিয়ে দিল গলাতে।
আবার একটী হাতী শুড়ে করে লাগাল ঘন্টা বাজাতে॥
এই হাতী সেরে সাথী খেলা গো, দেখাল সার্কাসেতে।
শেষে একটী হাতী এসে, বসে বসে, নমস্কার জানায় তাতে॥

—ঃ(*)ঃ—

—বিজ্ঞাপন রহস্য—

ভূমিকায়—দেবা ও দেবী।

দেবী—বলি কোথায় যাওয়া হবে?

দেবা—আঃ কি জ্বালাতন, বলি কেন? কি হয়েছে?

দেবী—হবে আর কি! বলি জান না আজকে যে ভাদুপূজা!

দেবা—পূজা তা বটে তাতে হয়েছে কি?

দেবী—হবে আর কি? তোমার মাথার মুণ্ড হয়েছে? বলি সন্দেশ আনতে হবে না! বাপরে, বাপরে, এমন স্বামীর ঘরকন্না করে বরং বাপের বাড়ীতে বিধবা হয়ে থাকা ভাল।

দেবা—আঃ বলি এত চটছ কেন? যাচ্ছি, যাচ্ছি, এখুনি যাচ্ছি? বলি কি কি সন্দেশ চাই

দেবী—বলি গত বছর তো কোথা থেকে কতকগুলো আজে বাজে অর্ডিনারী সন্দেশ এনে হাজির করলে। বলি কোথায় কিনে ছিলে? আমি বলে দিচ্ছি কোথায় কিনবে তা হলে আর জীবনে ঠকিবে না। খাঁটী ঘৃতের ও সুদক্ষ কারিকর দ্বারা প্রস্তুত। তোমার ঐ নোটবুকে লিখে নাও।

নিউ মহামায়া মিষ্টান্ন ভাণ্ডার

সুভাষ রোড, বাঁকুড়া।

একমাত্র স্পেশাল হানিডিউ এর পরিবেশক বাজারের সেরা সিঙ্গাড়া নিমকি, কচুরি, খাজা, গজা, মণ্ডা, মিঠাই, দরবেশ, চমচম, রসগোল্লা, পানতুয়া, কলাকন্দ, গঙ্গা-যমুনা, ক্ষীরকদম্ব, মালাইকারী।

সকল সময় মজুত থাকে?

ভাদুপূজার দিনে বড় বড় থালা ভর্ত্তি খাজা ও খিলিপান

চির-পরিচিত—

শ্রী অনিলবরণ নাগ

—:(*):—